যুগান্তর

তারিখ ... 0 3 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ভর্তি পরীক্ষার নামে যা চলছে

স্কুলে ভর্তির সময় এলেই অভিভাবকরা সন্তানের ভর্তি নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। চিরায়ত নিয়মে অবোধ সন্তানকে নামিয়ে দেন ভর্তিযুদ্ধে। চট্টগ্রাম শহরে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম হয়ে থাকে সাধারণত হাতেগোনা কয়েকটি স্কুলে। তার মধ্যে ইস্পাহানী স্কুল অন্যতম। এখানে কেজি ওয়ানে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা মাত্র ১শ'। এ স্কুলে সন্তানের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য বহু অভিভাবক ওই স্কুলের শিক্ষক দিয়ে বছরব্যাপী প্রাইভেট পড়ান মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। অভিভাবকরা বছর ধরে প্রতীক্ষার প্রহর গোনেন, কখন ইস্পাহানী স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ হবে। ডিসেম্বরের শেষদিকে দু'দিনের জন্য ফরম বিক্রয় হয় এবং দু'দিনের মধ্যেই জমাদানের কাজ শেষ হয়। প্রতি বছর গড়ে ২শ' টাকা করে প্রায় ২ হাজার ফরম বিক্রয় হয়ে থাকে। ২৬ ডিসেম্বর ছিল ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি প্রক্রিয়ার শুরুতেই শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এ পরীক্ষা রীতিমতো যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করে। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে গিয়ে একা পরীক্ষা হলে ঢুকে নার্ভাস ও ভীতির কারণে অনেক ক্ষুদে শিক্ষার্থী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অচেনা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অনেক শিশু কান্নায় ভেঙে পড়ে। কেউ কেউ আবার হলে গিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে কেঁদেই নির্ধারিত সময় পার না করে হল থেকে বেরিয়ে আসে। স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না দৃশ্যটি কতোটা মর্মস্পর্শী। লিখিত পরীক্ষার দিনই পরীক্ষার পর খাতা যাঁচাই-বাছাই না করেই স্কুল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন মৌখিক পরীক্ষা। আর এ মৌখিক পরীক্ষার সময় থেকেই পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বিড়ম্বনা শুরু হয়। ভর্তি পরীক্ষার দিন স্কুল কর্তৃপক্ষ অপেক্ষামাণ অভিভাবকদের বসার জন্য ন্যূনতম কোন ব্যবস্থা রাখে না। যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে দায়সারা গোছের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় অভিভাবকদের বিড়ম্বনা এক পর্যায়ে নির্মম রসিকতায় রূপ নেয়। সন্তানকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সঙ্গে নিয়ে অনেকেই সকাল ৬টা থেকেই উপস্থিত হন স্কুল গেটে। লিখিত পরীক্ষা শুরু হয় সকাল সাড়ে ৮টায়, শেষ হয় সাড়ে ৯টায়। পর পরই শুরু হয় মৌখিক পরীক্ষার নামে মৌখিক দর্শন! একেকজন শিশুকে রোল নম্বর অনুযায়ী ইন্টারভিউ বোর্ডে ডাকা হয়। মৌখিক ইন্টারভিউ বোর্ডে বাবা-মা দু'জনকেই হাজির হতে হয়। আমিও অনেকের মতো অপেক্ষা করছিলাম। আমার মেয়ের রোল নম্বর ছিল ১৫৩৪। তাকে সময় দেয়া হল বেলা ২টার পর। আমরা লিখিত পরীক্ষা শেষ করে চলে যাই, আবার বেলা আড়াইটায় উপস্থিত হই। মৌখিক পরীক্ষার জন্য গিয়ে দেখি তখনও সকালের সিরিয়াল অর্থাৎ রোল নং ১০০০ অতিক্রম করেছে মাত্র। ১১২৬ রোল নম্বরধারী এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে কথা হল। অপেক্ষা করতে করতে বিকাল ৪টার দিকে তাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢোকার সৌভাগ্য হল। মৌখিক পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্ন করা হল এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, তেমন কিছুই না। বাবা কি করেন, ছেলেমেয়ে ক'জন- এই। লক্ষ্য করলাম, ক্ষুদে সৈনিকরা অনেকেই 'যুদ্ধে' যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার পরিবর্তে গভীর ক্লান্তিতে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। অনেকে সেই সকালে খেয়ে এলেও পরীক্ষার আনন্দে (নাকি যন্ত্রণায়) খাবারের কথা ভুলে গেছে। এর মধ্যে অনেক শিশুই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অব্যক্ত বিরক্তির ছাপ অভিভাবকদের চোখে-মুখে। মৌখিক ইন্টারভিউর নামে চলছে অনেকটা মুখ দর্শন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই আড়াইটা থেকে। বসার কোন ব্যবস্থা নেই। স্কুলের দুটি ক্লাসরুম খুলে দেয়া হলেও সেখানে মাত্র শ'খানেক লোক বসতে পারল। বাকিরা বসলেন পার্শ্বস্থ দেয়ালঘেঁষা পিরামিড আকৃতির ড্রেনের ওপর। যেখানে স্বস্তি পাওয়ার পরিবর্তে ব্যথা নিয়েই অনেকে বসে পড়েন। নার্সারিতে প্রতিটা শিশুর ভর্তি ফরম মূল্য ২শ' টাকা (!), প্রায় ২০০০ ফরম বিক্রি করে প্রায় ৪ লাখ টাকা আয় করলেও পরীক্ষার দিন সে শিশুদের বসার কোন ব্যবস্থা করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পর কুয়াশা পড়তে শুরু করায় শীতে জবুথবু অবস্থা। কাছাকাছি খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি পানিও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষায় অনেকে প্রাকৃতিক কাজের প্রয়োজনে বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে বিব্রত অবস্থায় পড়েন। এত নামি স্কুলের বাথরুমের করুণ অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হওয়ার নয়।

ইস্পাহানী স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া অনেককে রসালাপের খোরাক যুগিয়েছে। লিখিত পরীক্ষার পরপর শুরু করা মৌখিক পরীক্ষা মেধা যাচাই নয়, চেহারা দর্শনই মুখ্য বলে মনে হল। অপেক্ষমাণ অভিভাবকরা স্বস্তি পেল এ ভেবে যে, ভেতরে যাওয়া আর আসাই তাহলে মৌখিক পরীক্ষা! তবু পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়া অনেকের কাছে কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম, কি জানতে চাইলেন মান্যবর অধ্যক্ষা? উত্তরে যা জানলাম তা আদৌ কোন পরীক্ষার আওতায় পড়ে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমার মেয়ের নাম ডাকলে ঢুকতেই দেখি আগের জনের সঙ্গে এখনও কথা শেষ হয়নি। তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত সাড়ে ১০টা। সবিনয়ে সালাম জানালাম। শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষার উত্তর দেয়ার সুযোগ হয়েছে কিনা বুঝিনি। ঢুকতেই আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব ছোট, না'! পরপর দু'বার একথা উচ্চারণ করলেন। আমি হতবাক হয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে থাকলাম। তিনি আমাদের মেয়ের ফরমটা পর্যন্ত দেখেননি। ফরমে উলে-খ করা জন্ম তারিখ অনুযায়ী তার বয়স ৪ বছর ৮ মাস ৬ দিন। আরেকজন মৌলানা শিক্ষক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি মেয়ের কি হই? আমি কি করি? রুমে ঢুকতেই তাকে ছোট হিসেবে বাতিল করে দেয়ায় আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করেছি। ফেরার পথে মেয়ের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। ক্ষোভে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম। মেয়ে সারাদিন কিছুই খায়নি। সুযোগ হয়নি খাবার; সুযোগ হয়নি বিশ্রাম নেয়ার। ক্লান্তিতে কাঁধেই মাথা রেখে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষায় ছিল।

■ ইফতেখারুদ্দিন মোঃ ফয়সল চৌধুরী

আপনার এলাকার সমস্যা, সম্ভাবনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাফল্য, কৃতিত্ব নিয়ে এ বিভাগে লিখুন অনূর্ধ্ব ৭৫০ শব্দের মধ্যে।

-বি. স